প্রশাসনিক জরিমানা বিধিমালা, ২০২৩।

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন। (১) এই বিধিমালা প্রশাসনিক জরিমানা বিধিমালা-২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা। - (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) "অভিযুক্ত" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য অর্থাৎ খাদ্য ব্যবসা পরিচালনায় আইন পরিপন্থি কার্য সংঘটন করিয়া থাকেন বা করিতে উদ্যত হন বা করিতে অন্যকে প্ররোচিত করেন;

(২) "অভিযোগ" অর্থ নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কোন কার্যের জন্য কোন খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, আমদানি, বিতরণ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড এবং মজুদ, যোগান, সরবরাহ ও সেবাসহ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ অথবা খাদ্যের উপাদান বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যানের নিকট লিখিতভাবে দায়েরকৃত নালিশ;

(৩) "আইন" অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৩ নং আইন);

(৪) "ধারা" অর্থ আইনের কোনো ধারা';

(৫) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ ধারা ৮৫ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(৬) "জরিমানা" অর্থ ধারা ৭৮ এ উল্লিখিত প্রশাসনিক জরিমানা;

(৭) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার কোনো ফরম; এবং

(৮) "শুনানি" অর্থ অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবার লক্ষ্যে চেয়ারম্যান বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য গ্রহণ।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অবিব্যক্তির (expression) সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। অভিযোগ দায়েরে সীমাবদ্ধতা : কেবল আইনের ৩২ (ক), ৩২ (খ), ৩২ (গ), ৩২ (ঘ), ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২ ধারায় বর্ণিত অপরাধের প্রেক্ষিতে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে। প্রশাসনিকভাবে প্রতিকার পাওয়ার জন্য অন্য কোন ধারায় বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে না।

৪। অভিযোগ দায়ের : (১) প্রবিধি ৩-এ বর্ণিত ধারাসমূহের পরিপন্থি কোন কার্য সংঘটিত হইলে উহার কারণ উদ্ভব হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে ধারা ৬৬ (১) এর বিধান অনুসারে চেয়ারম্যান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবরাবর ফ্যাক্স, ই-মেইল, ওয়েবসাইট, স্বশরীরে হাজির হইয়া বা অন্য কোনো উপায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফরম 'ক' অনুযায়ী লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে হইবে।

(২) অভিযোগ প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীকে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ মাধ্যমে প্রাপ্তিস্বীকার প্রেরণ করিতে হইবে।

৫। অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ : (১) অভিযোগ প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে উক্ত অভিযোগের সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য উহার কোন কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক তদন্ত পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত)

কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা খাদ্য স্থাপনায় পরিদর্শন বা পরিবীক্ষণ (monitoring) কার্য সমাপ্তির পর ফরম 'ক' অনুযায়ী কোন অভিযোগ দায়ের ও ফরম 'গ' অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করলে পরবর্তীতে তদন্তের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উহার কোন কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করতঃ বিষয়টি প্রশাসনিক উপায়ে নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এতদবিষয়ে শুনানি গ্রহণের জন্য ফরম 'খ' অনুযায়ী অবিলম্বে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং দায়িত্ব প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শুনানি সম্পন্ন করিবেন।

(৫) শুনানির তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৬) শুনানীকালে উত্থাপিত বক্তব্য বিবেচনার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এ আইনের যে বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে তাহা অ-আমলযোগ্য অপরাধ তাহা হইলে অভিযোগ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত অভিযোগের উপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৪) অনুসারে উভয়পক্ষের নিকট নোটিশ জারি হইবার পর যদি কোন এক পক্ষ বা উভয়পক্ষের কেউ শুনানীকালে উপস্থিত না থাকেন তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা পক্ষকে লিখিত আকারে প্রাপ্ত অভিযোগের উপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধনমূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৬ ও ৭) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিপালিত বা সম্পাদিত হইয়াছে কিনা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা প্রশাসনিক অনুসন্ধান পরিচালনার মাধ্যমে অবগত হইবেন।

(৯) উপ-বিধি (৬ ও ৭) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিপালিত বা সম্পাদিত না হইলে ধারা ৭৮ এর উপধারা (৫) অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ফরম 'ঘ' অনুসারে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। জরিমানা আদায়। বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৯) এর বিধান অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত জরিমানার অর্থ দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনুর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। জরিমানার অর্থে অভিযোগকারীর অংশ প্রদান পদ্ধতি: (১) বিধি (৬) অনুসারে জরিমানার অর্থ আদায় হইয়া থাকিলে উক্ত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ ফরম 'ঙ' অনুযায়ী অভিযোগকারীকে প্রদান করিতে হইবে।

(২) অভিযোগকারীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইলেকট্রনিক পে অথবা অন্য কোনো উপায়ে আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ প্রেরণ করা যাইবে এবং উহা প্রেরণের খরচ, যদি থাকে, অভিযোগকারীকে প্রদেয় অর্থ হইতে কর্তন করা হইবে।

(৩) অভিযোগকারী উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত জরিমানার অর্থ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে গ্রহণ না করিলে উক্ত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করিতে হইবে।

৮। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ: এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৫/০১/২০২৫

মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
ফরম "ক"
[বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

অফিস কর্তৃক পূরনীয়
অভিযোগ নম্বর:......................
অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ:..................

অভিযোগ দায়ের

তারিখ:........................... ।

বরাবর
চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
.... কার্যালয়............................

বিষয়: অভিযোগ দায়ের

অভিযোগকারীর নাম:..

পিতা/স্বামীর নাম: ....মাতার নাম:......................................

ঠিকানা:...

পেশা:................. মোবাইল নম্বর...................... ই-মেইল (যদি থাকে)..........................

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্মনিবন্ধন সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)..

ঘটনার তারিখ ও সময়..

ঘটনার স্থান...

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা (বর্তমান)..

অভিযোগের বর্ণনা: ....

....

....

এমতাবস্থায় উপর্যুক্ত অপরাধের জন্য উল্লিখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর অধীনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে অভিযোগ দায়ের করা হইল।

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর
অভিযোগকারীর নাম:
পদবি

উপস্থিত স্বাক্ষীগণের নাম, পদবি, ঠিকানা, মোবাইল নং,
ই-মেইল (যদি থাকে) ও স্বাক্ষর

১।

২।
(বি.দ্র. প্রমাণপত্র স্বরূপ ক্রয়ের ভাউচার/রশিদ/অন্যান্য যথোপযুক্ত প্রমাণক সংযুক্ত করিতে হইবে।)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম "খ"
[বিধি ৪ (১) দ্রষ্টব্য]

শুনানির নোটিশ

স্মারক নং   তারিখ : .... খ্রিস্টাব্দ।

অভিযোগ নম্বর :

প্রথম পক্ষ/বাদী (অভিযোগকারী)	দ্বিতীয় পক্ষ/বিবাদী (অভিযুক্ত ব্যক্তি)

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাইতেছে যে, প্রথম পক্ষ/ অভিযোগকারী নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে দ্বিতীয় পক্ষ/অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন (ছায়ালিপি সংযুক্ত) যাহা নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ অনুযায়ী দন্ডযোগ্য অপরাধ। বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত তারিখ, সময় ও স্থানে উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে, যথা-

তারিখ: ....

সময় : ....

স্থান : নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর কার্যালয় ....

এমতাবস্থায়, নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে আপনি/আপনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রমাণকসহ (যদি থাকে) উপস্থিত হইয়া বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইল, অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম "গ"
[বিবি-৪ (২) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ গঠন

অভিযোগ নম্বর:.....................   তারিখ:............................খ্রিস্টাব্দ।

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ....এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত কারণে আপনার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ গঠন করা যাইতেছে যে, আপনি,....................................... বয়স:.....................বৎসর, পিতা.............................

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ....

....

ঘটনার তারিখ ও সময়...

ঘটনার স্থান ....

ঘটনার বিবরণ...অপরাধ করিয়াছেন যাহা নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর ধারা ....এর অধীনে দন্ডযোগ্য অপরাধ।

এমতাবস্থায়, আপনার (প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা) ....এর বিরুদ্ধে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে ধারা ....অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করিলাম।

অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম "ঘ"
[বিধি ৪ (৪) এবং (৬) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ নিষ্পত্তির আদেশনামা

তারিখ : .... খ্রিস্টাব্দ।

অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার নাম .... পদবি ....

কার্যালয় .... অভিযোগ নম্বর .... /............ সন, তারিখ ....

রাষ্ট্র/অভিযোগকারী... বনাম

অভিযুক্ত ....

ঠিকানা ....

আদেশ
চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সীলমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম ‘ঙ’
[বিধি ৬ (১) দ্রষ্টব্য]

প্রাপ্তি স্বীকার পত্র

তারিখ : .... খ্রিস্টাব্দ।

অভিযোগ নং ....

রসিদ নং ....

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী .... এই কর্তৃপক্ষের নিকট .... এর বিরুদ্ধে .... পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ দায়ের করি।

উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে .... তারিখে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা .... অনুসারে ..../- (অংকে) .... (কথায়) টাকা মাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। যাহার ২৫ শতাংশ হিসাবে ..../- (......................... টাকা) মাত্র জনাব .... পদবি .... এর নিকট হইতে অভিযোগকারী হিসাবে ধারা ৬২ অনুসারে গ্রহণ করিলাম।

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর : ....

নাম ও ঠিকানা : ....

....

মোবাইল নং ....

স্ট্যাম্প